The Bangladesh Observer

তারিখ 14 NOV 1993
পৃষ্ঠা 2 কলাম 7

192

Barisal school teachers team calls on President

A 15-Member Delegation of Teachers and Members of the Executive Committee of Shaistabad Government Primary School of Barisal called on President Abdur Rahman Biswas at Bangabhaban on Saturday, reports BSS.

Talking to them President Biswas said that the government had given top priority to mass literacy and had launched compulsory primary education and food-for-education programmes to enhance the rate of literacy in the country.

He said that primary level was very important in the life of the students. Their mental faculties were to be properly developed at their tender age. He said and added that they were to be moulded and guided correctly so that they might grow up as responsible citizens in their future life. The primary teachers had a significant role to play in this regard, he said.

The President advised them to motivate every guardian to send their wards to school and prevent possible dropouts for success of the government mass literacy programme. Total support of all irrespective of political affiliations was essential for making the literacy drive a success, he added.

Mr. Biswas asked the teachers and members of the committee to encourage the local people to adopt income generating projects like pisciculture, poultry and dairy farming and cottage industries for which bank loans are available on easy terms. He also advised them to plant more and more trees to protect environmental degradation.

Among others, H.M.A. Sattar, Mokbul Hossain Sharif, M.A. Majid, S.M. Shahjahan, Delwar Hossain, Mohammad Amzad Hossain, Abdul Wahab, Zakir Hussain, Shamsul Huq and Mokbul Hossain were present on the occasion.

মৌলভীবাজারে শিক্ষক সমিতির সাংবাদিক সম্মেলন :

শিক্ষা কর্মকর্তার দুর্নীতি অব্যবস্থা ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ

মৌলভীবাজার, ২রা মে (জেলা প্রতিনিধি)।—জেলা কর্মকর্তার দুর্নীতি অব্যবস্থা ও ক্ষমতার অপব্যবহারের ফলে জেলার শিক্ষকরা নানা প্রকার হয়রানির শিকার হচ্ছেন। জেলা শিক্ষক সমিতির পক্ষ হতে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উথাপন করা হয়। জানা গেছে, জেলার শিক্ষা কর্মকর্তা গত অক্টোবর মাসে চাকরি হতে অবসর গ্রহণ করলে স্থানীয় আলী আমজদ সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রীকে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তিনি ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তার দায়িত্ব নিয়ে জেলা শিক্ষা অফিসে ৬ মাসের মধ্যে ৪ দিন অফিসে এসেছেন। অন্যদিকে জেলার একশ' ১১টি মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক এবং ১৯টি মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্মরত রয়েছেন। জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে বিদ্যালয় পরিদর্শন উচ্চতর বেতন স্কেল পরিবর্তন টিফিন ফান্ডের আবেদন প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা উত্তোলন হিসাব নিরিক্ষণ জবাব সহ অনেক জরুরী কাজ জেলা শিক্ষা বার্তার মাধ্যমে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করার নিয়ম রয়েছে। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা অফিসে না আসায় বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা এসব কাজ হতে বঞ্চিত হচ্ছেন। জেলার ৬টি থানার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে প্রতিদিন শিক্ষক-শিক্ষিকারা জেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়ে এসে তাকে না পেয়ে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন। তার অফিস থেকে জানানো হয় তিনি স্থানীয় আলী আমজদ সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে আছেন যদি কোন শিক্ষকের কোন কাজ থাকে তবে বিদ্যালয়ে গিয়ে কাজ করার জন্য। এতে অন্যান্য বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ অসম্মান বোধ করেন। অফিসের জিনিসপত্র অফিসে থাকার কথা থাকলেও উক্ত ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা অফিসের সীল, ক্যাশ বই, বিভিন্ন প্রকার চেক বই, পাশ বই ও প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রাদি তার নিজের বাসায় রেখেছেন। আন্তঃ স্কুল ক্রীড়া সমিতির নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক জেলায় জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সেই মোতাবেক '৯৩ সালের সম্পাদক উক্ত ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা সেই উপলক্ষে গত ১লা জানুয়ারী জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এবং খেলা পরিচালনার জন্য বিভিন্ন উপকমিটি গঠন করা হয় কিন্তু কোন উপকমিটির সাথে আলাপ-আলোচনা না করে তিনি দায়সারাভাবে খেলা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং টাকা খরচ করেন কিন্তু কোন থানার কোন খেলোয়াড়ই অংশ নেয়নি। পরবর্তীতে সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জেলার কর্মকর্তাবৃন্দের অনুরোধে উক্ত খেলা সম্পূর্ণ করেন। তাছাড়া যে খেলোয়াড় ১ম ও ২য় স্থান দখল করবে তাদেরকে আঞ্চলিক পর্যায়ে কুমিল্লায় যাবার কথা এবং সেই মোতাবেক ৩ হাজার টাকার বাজেটে রাখা হয়। যারা এ জেলার পক্ষ থেকে কুমিল্লায় অংশ নিয়েছিল তাদেরকে টাকা দেওয়াতো দূরের কথা বরং প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রাদির অভাবে অনেক প্রতিযোগী খেলায় অংশ নিতে পারেননি। গত জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার সময় তার ন্যক্কারজনক ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অনেক সংবাদ ছাপা হয়েছে। এ নিয়ে জেলাবাসী খুব ক্ষুব্ধ হয়েছে। তাছাড়া বৃত্তি পরীক্ষার ফিস ৩৭ হাজার ২শ' ৩৫ টাকা এবং আন্তঃ স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বাজেটে ১১ হাজার টাকার হিসাব নিরীক্ষণ করার জন্য শিক্ষক সমিতির পক্ষ হতে আহবান জানানো হয়। পৌর এলাকার বাহিরে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের বেতনের ভূর্তকীর উত্তোলনের জন্য চিঠি শিক্ষা অফিসে আসে। কিন্তু তিনি এই চিঠি কোন বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেননি যার ফলে কোন বিদ্যালয়ের পক্ষ হতে ভূর্তকী উত্তোলন করা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে অনেক বিদ্যালয় ভূর্তকীর টাকা উত্তোলন করে তুলছে। তাছাড়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়ে তিনি অন্য একজন শিক্ষককে ২৪শে ফেব্রুয়ারী হতে ২৭শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত জেলা শিক্ষা অফিসারের দায়িত্ব অর্পণ করেন যা সম্পূর্ণ বেআইনী।

এছাড়াও তার দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন এলাকায় অভিভাবকবৃন্দ ও সাধারণ নাগরিকদের পক্ষ হতে বিভিন্ন সময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করা হয়েছে। তাই অবিলম্বে শিক্ষা উন্নয়নের জন্য একজন শিক্ষা কর্মকর্তা নিয়োগ করা প্রয়োজন।